মনসামঙ্গল কাব্য ধারার কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

মনসামঙ্গল কাব্য ধারার কবিদের নাম মনে রাখা কৌশল: **"কানা বংশের নারায়ণ বিপদকে বিজয় করে তন্দ্রা গেলো"**

বর্ণনা:

কানা: কানাহরি দত্ত,

বংশ: দ্বিজ বংশীজাত,

নারায়ণ: নারায়ণ দেব ,

বিপদ: বিপ্রদাস পিপিলাই,

কে: কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ,

বিজয়: বিজয় গুপ্ত,

তন্দ্র: তন্দ্র বিভূতি।

নিম্নে মনসামঙ্গল কাব্য ধারার কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো: -

১. কানাহরি দত্ত :

* মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম/আদি কবি কানাহরি দত্ত।

* কানাহরি দত্ত পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন।

* কানাহরি দত্তের কোন প্রকারের কাব্য পাওয়া যায়নি।

* কানাহরি দত্তের দৈহিক বৈশিষ্ট্য: তিনি কানা ও খোড়া ছিলেন।

* তার কোন প্রকারের কাব্য পাওয়া যায়নি তারপরও তিনি প্রথম বা আদি কবি হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্ত এর কটু মন্তব্য থেকে, মন্তব্যটি:

"প্রথমে রচিল গীত না জানে বৃত্তান্ত,

BCS সিলেবাস ব্যাপক হওয়ায় অনেক কিছু কৌশলে শিখতে হয়। আমাদের https:www.bestinfo-sm.com ওয়েবসাইটে অনেক অজনা কৌশল দেওয়া আছে।

মূর্খ রচিল গীত কানাহরি দাত্ত।’

২. বিজয় গুপ্ত :

*বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

* কবি বিজয় গুপ্ত বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে (বর্তমান নাম: গৈলা গ্রাম) জন্মগ্রহণ করেন।

* তাঁর ছদ্মনাম ছিলো ‘রঘুনাথ’।

* বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার কারণ তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সন ও তারিখ যুক্ত কাব্য রচনা করেন।

* তার কাব্যের নাম ছিলো ‘পদ্মাপুরাণ’।

৩. নারায়ণ দেব :

* কারো কারো মতে মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব।

* তিনি বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

* তার পিতার নাম নরসিংহ,

* তার মাতার নাম রুক্মিনী,

* তার উপাধি সুকবি বল্লব (তিনি ভালো কবিতা লিখেন বিধায় তাতে সুকবি বলা হতো।)

* চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দরের কাহিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন।

* তাঁর কাব্য এ দেশে এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয়; কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তার কাব্যের নামকরণ করেছিলেন ‘পদ্মপুরাণ’।সমস্ত কাহিনিকে তিনি তিনটি খন্ডে বিভক্ত করেছিলেন।

৪. দ্বিজ বংশীজাত :

* মনসামঙ্গল কাব্যধারার একজন অন্যতম কবি দ্বিজ বংশীদাস।

BCS সিলেবাস ব্যাপক হওয়ায় অনেক কিছু কৌশলে শিখতে হয়। আমাদের https:www.bestinfo-sm.com ওয়েবসাইটে অনেক অজনা কৌশল দেওয়া আছে।

* তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

* তিনি একাধারে লেখক, গায়ক হিসেবেও দ্বিজ বংশীদাসের বেশ খ্যাতি আছে।

* তিনি সুকণ্ঠে গান গায়তেন বিধায় তাকে সুকণ্ঠ গায়ক বলা হতো, এটি তার উপাধি।

* দ্বিজ বংশীজাত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিল কবি 'চন্দ্রবত' এর পিতা ছিলেন।

৫. বিপ্রদাস পিপিলাই :

* তিনি কলকাতার চব্বিশ পরগণার জলোর বাদুড়িয়া গ্রামের কবি ছিলেন।

* বাংলার প্রাচীন জনপদ গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সময় তিনি এ কাব্যটি রচনা করেন।

* তার কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'।

* এই কাব্যে মোট নয়টি পালা আছে।

* মঙ্গলকাব্য ধারার সবচেয়ে বড় কাব্য 'মনসাবিজয়' ।

৬. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ :

* তিনি পশ্চিমবঙ্গের কবি।সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি জীবিত ছিলেন।

* তিনি মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

* কবির মূল নাম ক্ষেমানন্দ,

* তাঁর উপাধি কেতুকাদাস (মনসার অপর নাম কেতকা, কবি কেতুকার দাস হিসাবে নিজের নামরে সাথে কেতকাদাস জুড়ে দেন) ।

* কবি ব্যক্তিগত জীবনে দেবী মনসার ভক্ত ছিলেন।

* বেহুলার দুঃখ বর্ণনার করুণরস সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

* কবি ক্ষেমানন্দ এর কাব্যের নাম কেতকাপুরাণ।

* মঙ্গলকাব্য ধারায় প্রথম মুদ্রিত কাব্য ছিলো 'কেতকাপুরাণ'।

BCS সিলেবাস ব্যাপক হওয়ায় অনেক কিছু কৌশলে শিখতে হয়। আমাদের https:www.bestinfo-sm.com ওয়েবসাইটে অনেক অজনা কৌশল দেওয়া আছে।

**** বাইশ কবির মনসামঙ্গল :** বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় 'মনসামঙ্গল' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গলকাব্য। পাঠকপ্রিয় কাব্য হওয়ার কারণে বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্য-অংশ সংগ্রহ ও সংকলন করে একটি ব্যতিক্রম মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে।অনেকে মনে করেন যে, বাইশ জন কবি মিলে এই কাজটি করায় এ কাব্যের নাম হয়েছে 'বাইশা মঙ্গল'।

BCS সিলেবাস ব্যাপক হওয়ায় অনেক কিছু কৌশলে শিখতে হয়। আমাদের https:www.bestinfo-sm.com ওয়েবসাইটে অনেক অজনা কৌশল দেওয়া আছে।